মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ অক্টোবর ২০১১

নং ৭এ/১৪-সম(পার্ট-৩)/২০০৫/৯৩০৩-সম—মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ০২ জন সহকারী প্রধান শিক্ষককে তাদের নামের পাশে বর্ণিত পদ ও কর্মস্থলে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিজ বেতন স্কেল ও বেতনক্রমে বদলীভিত্তিক পদায়ন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও কর্মস্থল	বদলীকৃত পদ ও কর্মস্থল
(১)	জনাব মোঃ আবদুল খালেক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), নিউ গভঃ গার্লস হাই স্কুল, আরমানিটোলা, ঢাকা (শূন্য পদে)।
(২)	জনাব মোঃ ইনছান আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাই স্কুল, তেজগাঁও, ঢাকা (শূন্য পদে)।

২। আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ জারী করা হলো। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

প্রফেসর মোঃ নোমান উর রশীদ
মহাপরিচালক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী
(রাজস্ব শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৪ এপ্রিল ২০১২

নং ১১৮/এলএ—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ফেনী জেলার ২২°৫০ উত্তর হইতে ২২°৩৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২০ পূর্ব হইতে ৯১°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অবস্থানে নতুন জাগিয়া উঠা চর ভূমিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯২৭ সনের বন আইনের আওতায় "সংরক্ষিত বন" সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শা-৩)-৭/৯৭/৮৩১, তারিখ ২৪-৩-১৯৭৭ এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শা-৩)৭-৯৭/৮৩১, তারিখ ৩০-৯-১৯৯৯ জারী করিয়াছেন। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুকূলে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত এলাকার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ০৬ নং ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নিমিত্ত অত্র ইস্তেহার জারি করা হইল ঃ

তফসিল

ক্রঃ নং	রেঞ্জ/বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম/ জে, এল নং	দাগ নং ও অবস্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	বাহির চর	উত্তরে-পূর্ব বড়ধলী দক্ষিণে-চর আবদুল্লা, চর দেলোয়ার পূর্বে -দঃ চর খোন্দকার পশ্চিমে পূর্ব বড়ধলী	৯২৯.৪৮ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(২)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	পূর্ব বড়ধলী	উত্তরে-চর চান্দিয়া দক্ষিণে-ছোট ফেনী নদী পূর্বে বাহির চর পশ্চিমে-চর দরবেশ	২৭৪৬.০০ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৩)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	দক্ষিণ চর খন্দকার	উত্তরে-দঃ চর চান্দিয়া, চর খোন্দকার দক্ষিণে- বাহির চর, চর দেলোয়ার পূর্বে -চর রাম নারায়ণ, চর এলেন পশ্চিমে-বাহির চর	১৬৭৯.০০ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৪)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর রাম নারায়ন	উত্তরে-বাহির চর দক্ষিণে- বামনী নদী/ বঙ্গোপসাগর পূর্বে -চর দেলোয়ার পশ্চিমে-বাহির চর, পূর্ব বড়ধলী	১৯১৮.৫২ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(৫)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর এলেন	উত্তরে-চর রাম নারায়ন দক্ষিণে- বামনী নদী/ বঙ্গোপসাগর পূর্বে -রাম নারায়ন - পশ্চিমে-দঃ চর খোন্দকার	১১৫১৪.০৮ একর	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

চূড়ান্তভাবে "সংরক্ষিত বন" এলাকা ঘোষণা করা হলে নিম্নবর্ণিত বাধা-নিষেধ আরোপিত হইবে ঃ—

(ক) নিম্নস্বাক্ষরকারী, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনীর সমীপে পেশ না করা সমস্ত অধিকার (Right) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে মানিয়া লওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন প্রকার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) কেহই বনজদ্রব্য যেমনঃ গাছ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস, বালু, পশু-পাখি, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাটি ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কেহই চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(চ) বিনা অনুমতিতে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি চরাইতে পারিবেন না।

(ছ) বিনা অনুমতিতে কোনরূপ বন্যপ্রাণী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবেন না।

(জ) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে তফসিলে বর্ণিত এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাধারে বা জলাশয়ে, নদী বা নদীর মোহনায় মাছ ধরিতে পারিবেন না।

(ঝ) সংরক্ষিত বন এলাকায় কোন ব্যক্তি ঃ

(১) নতুনভাবে সংরক্ষিত বন পরিষ্কার করিতে পারিবেন না যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ৫ ধারামতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(২) সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ আগুন জ্বালাইতে পারিবেন না অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কোন আগুন জ্বালাইতে বা আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৩) সংশ্লিষ্ট বন কর্মচারী দ্বারা সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সব ঋতুতে আগুন জ্বালানো বা বহন করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা নিষেধ করা হয় তাহা অমান্য করিতে পারিবেন না।

(৪) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে গো-মহিষ বিচরণ করাইতে পারিবেন না।

(৫) অবহেলা বশতঃ কোন গাছ কাটিয়া, খণ্ড করিয়া বা টানিয়া নিয়া জঙ্গলের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন গাছ কাটা, গাছের ডালপালা কাটা, বাকল তোলা, গাছ চিরাই করিয়া রন্দা করা, গাছের কোনরূপ ক্ষতি সাধান করা ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন বনজদ্রব্য আহরণ করিতে, চুন অথবা কয়লা তৈরীতে বা আহরণ করিতে কোন বনজদব্য স্থানান্তর করিতে অথবা ইহা দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিতে পারিবেন না।

(৮) চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজে জমি পরিষ্কার করিতে বা ভাংগিতে পারিবেন না।

(৯) বর্ণিত বন আইনের ২৬ ধারা অমান্য করিয়া এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন আইন অমান্য করিয়া বন্য পশু-পাখি শিকার করিতে, মাছ ধরতে বা মাছ ধরার জন্য পানিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহাকে যথাক্রমে ২৬(১) এর ক, খ, গ, ঘ ধারার অপরাধে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ২৬(১ক) ধারার অপরাধে নিম্নে ৬ মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং নিম্নে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং সরকারি জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। অত্র ধারা মোতাবেক কোন কার্য নিষেধ বা বেআইনী হইবে না যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিত অনুমতি থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক জারিকৃত আইনের আওতাভুক্ত হইবে অথবা ১৯২৭ সনের বন আইনের ১৫ ধারার 'গ' উপ-ধারা মোতাবেক অথবা সরকার কর্তৃক ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৪ ধারামতে দেয় সুবিধাদির আওতাভুক্ত হইবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার জন্য সংরক্ষিত বনের ক্ষতি সাধন করা হয় যাহার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা বা না করা সাপেক্ষে সরকার সমস্ত সংরক্ষিত বন এলাকা বা সংরক্ষিত বন এলাকার কিছু অংশ হইতে দেয় গো-চারণ বা বনজদ্রব্য আহরণের সুবিধা প্রয়োজনমত সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে পারিবেন।

নং ৩১.২০.৩০০০.০২১.১৮.০০৮.১২-৬০২—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ফেনী জেলার উত্তর হইতে ২২°৩৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২০ পূর্ব হইতে ৯১°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অবস্থানে নতুন জাগিয়া উঠা চর ভূমিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯২৭ সনের বন আইনের আওতায় "সংরক্ষিত বন" সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি নং-১/ফর-৮৩-৭৫/৫৩৯, তারিখ ২৪-৩-১৯৭৭ এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞপ্তি নং পবম (শা-৩)৭-৯৭/৮৩১, তারিখ ৩০-৯-১৯৯৯ জারী করিয়াছেন। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুকূলে নিম্ন

তফসিলে বর্ণিত এলাকার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২০নং ধারা মোতাবেক রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণার নিমিত্ত অত্র ইস্তেহার করা হইল ঃ

তফসিল

ক্রঃ নং	রেঞ্জ/বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম/ জে, এল নং	দাগ নং ও অবস্থান	ভূমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
(১)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর আবদুল্লাহ	উত্তরে-সোনাগাজীর নতুন বেঁড়ী বাঁধরাস্তা ও তৎসংলগ্ন খাসভূমি দক্ষিণে-মেঘনা নদী পূর্বে-বড় ফেণী নদী পশ্চিমে-ছোট ফেনী নদীর মোহনা।	১,০০০ একর (এক হাজার)	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।
(২)	সোনাগাজী রেঞ্জ সামাজিক বন বিভাগ, ফেনী	ফেনী	সোনাগাজী	চর দেলোয়ার	উত্তরে-চর আবদুল্লা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পূর্বে-বড় ফেণী নদী পশ্চিমে -ছোট ফেণী নদী।	১,০০০ একর (এক হাজার)	অত্র এলাকা সংলগ্ন পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল নতুন চর জাগিবে তাহাও 'সংরক্ষিত বন' বলিয়া পরিগণিত হইবে।

চূড়ান্তভাবে "সংরক্ষিত বন" এলাকা ঘোষণা করা হলে নিম্নবর্ণিত বাধা-নিষেধ আরোপিত হইবে ঃ 2,000·০ একর

(ক) নিম্নস্বাক্ষরকারী, ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনীর সমীপে পেশ না কার সমস্ত অধিকার (Right) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তিতে মানিয়া লওয়া অধিকার ছাড়া অন্য কোন প্রকার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) কেহই বনজদ্রব্য যেমনঃ গাছ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাস, বালু, পশু-পাখি, মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাটি ইত্যাদি বিনা অনুমতিতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(ঙ) কেহই চাষাবাদ করিতে পারিবেন না।

(চ) বিনা অনুমতিতে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ইত্যাদি চরাইতে পারিবেন না।

(ছ) বিনা অনুমতিতে কোনরূপ বন্যপ্রাণী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবেন না।

(জ) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে তফসিলে বর্ণিত এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের জলাধারে বা জলাশয়ে, নদী বা নদীর মোহনায় মাছ ধরিতে পারিবেন না।

(ঝ) সংরক্ষিত বন এলাকায় কোন ব্যক্তি ঃ

(১) নতুনভাবে সংরক্ষিত বন পরিষ্কার করিতে পারিবেন না যাহা ১৯২৭ সনের বন আইনের ৫ ধারামতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(২) সংরক্ষিত বন এলাকায় কেহ আগুন জ্বালাইতে পারিবেন না অথবা সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া কোন আগুন জ্বালাইতে বা আগুন জ্বলন্ত অবস্থায় রাখিয়া স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

(৩) সংশ্লিষ্ট বন কর্মচারী দ্বারা সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে সব ঋতুতে আগুন জ্বালানো বা বহন করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখা নিষেধ করা হয় তাহা অমান্য করিতে পারিবেন না।

(৪) প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে গো-মহিষ বিচরণ করাইতে পারিবেন না।

(৫) অবহেলা বশতঃ কোন গাছ কাটিয়া খণ্ড করিয়া বা টানিয়া নিয়া জঙ্গলের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন গাছ কাটা, গাছের ডালপালা কাটা, বাকল তোলা,গাছ চিরাই করিয়া রন্দা করা, গাছের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(৭) কোন বনজদ্রব্য আহরণ করিতে, চুন অথবা কয়লা তৈরীতে বা আহরণ করিতে কোন বনজদব্য স্থানান্তর করিতে অথব ইহা দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিতে পারিবেন না।

(৮) চাষাবাদ বা অন্য কোন কাজে জমি পরিষ্কার করিতে বা ভাংগিতে পারিবেন না।

(৯) বর্ণিত বন আইনের ২৬ ধারা অমান্য করিয়া এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোন আইন অমান্য করিয়া বন্য পশু-পাখি শিকার করিতে, মাছ ধরিতে বা মাছ ধরার জন্য পানিতে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণ করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে তাহাকে যথাক্রমে ২৬(১) এর ক, খ, গ, ঘ ধারার অপরাধে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ২৬(১ক) ধারার অপরাধে নিম্নে ৬ মাস পর্যন্ত ও উর্ধ্বে ৫ বছর পর্যন্ত করাদণ্ড এবং নিম্নে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা হইবে এবং সরকারি জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। অত্র ধারা মোতাবেক কোন কার্য নিষেধ বা বেআইনী হইবে না যাহার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিত অনুমতি থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক জারিকৃত আইনের আওতাভুক্ত হইবে অথবা ১৯২৭ সনের বন আইনের ১৫ ধারা 'গ' উপ-ধারা মোতাবেক অথবা সরকার কর্তৃক ১৯২৭ সনের বন আইনের ২ ধারামতে দেয় সুবিধাদির আওতাভুক্ত হইবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলার জন্য সংরক্ষিত বনের ক্ষতি সাধন করা হয় যাহার জন্য ১৯২৭ সনের বন আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা বা না করা সাপেক্ষে সরকার সম সংরক্ষিত বন এলাকা বা সংরক্ষিত বন এলাকার কিছু অংশ হইতে দেয় গো-চারণ বা বনজদ্রব্য আহরণের সুবি প্রয়োজনমত সময়ের জন্য বন্ধ রাখি পারিবেন।

এবিএম শওকত ইকবাল শাহীন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, ফেনী।